OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 233 - 242
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নাট্যকার কাজী নজরুল ইসলাম

নুরইসলাম কারিকর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: nurkarikar@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Leto Dal, Allegory, Symbolism, Musical Drama, Social Conflict, Communal Harmony, National Awakening, Bengali Theatre Tradition.

Abstract
Kazi Nazrul Islam's dramatic works reflect his versatile genius through a wide range of themes and forms. His journey in drama began with the Leto dal (folk theatre), where he composed pala plays. This early experience significantly shaped his creative approach to theatrical expression. His first play Jhilimili, included in the collection of the same name, is a symbolic allegorical drama through the love and separation of Habib and Firoza. Nazrul explores themes of dreams, paradise, and emotional and social barriers within Bengali society. Setubandha is also reflects allegorical symbolism, where he examines the conflict between natural inert forces and human-made mechanical power. In Bhuter Bhoy, Nazrul envisions a revolutionary awakening for national liberation through the imagined presence of a supernatural. Shilpi explores the tension between domestic responsibilities and artistic imagination, revealing deeper emotional and social conflicts. Aleya is a musical drama where a realistic depiction of social problems arising from the eternal longing of men and women in love. Madhumala is an allegorical musical drama, portraying a triangular love story among Madhumala, Madan Kumar, and Kanchanmala. In Putuler Biye, Nazrul portrays a timeless social problem through the innocent girl's doll play, symbolically addressing communal harmony in India. Pandit Moshayer Byaghro Shikar story of a greedy and gluttonous Brahmin scholar who goes tiger hunting with a zamindar named Lalit. Boner Bede is depicting the helpless life of a homeless, wandering community. In Eid,Nazrul expresses the spiritual significance of the festival along with the message of peace, reflecting Islamic ideals and traditions. In Jago Sundar Chirokishor, Nazrul attempts to reveal elements of reality through dreamlike imagination. Shrimanta is adapted from the merchant episode of the Chandimangal Kavya, focuses on the story of Dhanapati Sadagar, Khullana, and Lahana.Vidyapati explores eternal conflicts of love. His humorous play is Kaloyati Kosorat. Deeply influenced by the musical tradition inherent in bengali theatre, Nazrul composed lyrical, poetic, and music-rich plays where songs function as a vital dramatic element. His dramatic works evaluated within the broader and enduring tradition of bengali theatre, where his contribution remains distinctive, innovative, and significant.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

কাজী নজরুল ইসলাম বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিদ্রোহী কবি রূপে যতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত নাট্যকার হিসেবে ততখানি আমাদের কাছে পরিচিত নন। প্রখ্যাত নাট্য সমালোচকগন নজরুলের নাট্য প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ পাননি। কিন্তু একজন মহতী স্রষ্টার সার্বিক মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁর সৃষ্টির নানা দিকের সাফল্য ও ব্যর্থতার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দাবি রাখে। নজরুলের নাট্যসাহিত্য তার ব্যতিক্রমী নয়। নজরুল নাট্য রচনায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর নাটকের বিষয় ও বৈচিত্র্যে ধরা পড়েছে।

নজরুল শৈশবে লেটোর দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি লেটো গানের পালা রচনার মধ্য দিয়ে শৈশব থেকেই নজরুলের মধ্যে নাট্য প্রতিভার বীজ বপন হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সঙ', 'বিদ্যাভুতুম' এবং 'কবি কালিদাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই লেটো দলকে অবলম্বন করেই নজরুলের সাহিত্য রচনার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর নাট্যচর্চারও প্রথম শুরু হয়েছিল লেটো দলকে অবলম্বন করে। নাচ-গান-অভিনয় সমৃদ্ধ লেটো পালা লেখার মধ্য দিয়ে বাংলা লোকনাট্য ধারার সঙ্গে যেমন পরিচিত হন এবং পরিণত বয়সেও এই ঐতিহ্যকে অনেকখানি ধরে রাখেন।

যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ এবং পরাধীন ভারতবর্ষের শোষণ, শাসন, অত্যাচার ও অবিচার নজরুলের মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। লেটোর দলে যোগদানের জন্য তার মধ্যে লোকনাট্য আঙ্গিকের ধারা গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি প্রেম ও প্রতিবাদ যুগপৎ ধারায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভার ক্ষমতাবলে নাটকে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর নাটকে মৌলিকতার নানা দিক অতুলনীয়। নজরুল রবীন্দ্র প্রতিভাকে অস্বীকার করে নাটকের বিষয় এবং শিল্পাঙ্গিকে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন নাট্যপ্রেমী। তাঁর নাটক, নাটিকা এবং নাট্যধর্মী রচনা, রেকর্ড নাটক, বেতার নাটক, শ্রুতি নাটক এবং অন্যের নাটকে সুর সংযোজনা এবং চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ তাঁর বিচিত্র সৃষ্টি এবং নাট্যপ্রতিভারই স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর নাট্যকর্মের গবেষণা এবং যথার্থ মূল্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য। অনুপম হায়াৎ কাজী নজরুল ইসলামের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন—

> "নজরুলের-নাট্য প্রতিভা রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত, হয়েছে উপেক্ষিত। সংখ্যাগত দিক দিয়ে নজরুলের নাটক-নাটিকা ও নাট্যধর্মী রচনার সংখ্যা প্রায় আশি। তিনি যেমন প্রাচীন লোকনাট্যধারায় লেটোদলের জন্যে পালা-নাট্য রচনা করেছেন, তেমন লিখেছেন আধুনিক রীতির পরীক্ষামূলক একাংক নাটক, গীতিবহুল মঞ্চনাটক, রেকর্ড ও বেতারের জন্য 'শ্রুতি-নাটক'।"[১]

বাংলা নাটকে নজরুলের নাট্য প্রতিভার বিশেষ দিক তাঁর বিষয় নির্বাচন এবং লোকসমাজের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনা নতুন ভাবে পরিবেশন করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাধারণ ঘরোয়া বিষয়ের পাশাপাশি, লোকজ উপাদান, অলৌকিক এবং কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা উল্লেখযোগ্য। রূপক সাংকেতিক, বাস্তব, গীতিনাট্য, পালা নাটক, লেটো নাটক, চুটকি নাটক, হাসির নাটক, সবমিলিয়ে আশিটির মতো নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'ঝিলিমিলি' নাট্যসংকলন 'ঝিলিমিলি' (১৯২৭), 'সেতু বন্ধ' (১৯২৭), 'শিল্পী' ও 'ভুতের ভয়' এই চারটি একাঙ্ক নাটিকার সমষ্টি।

নজরুলের 'ঝিলিমিলি' নাট্য সংকলনের প্রথম নাটক 'ঝিলিমিলি' এটি একটি রূপক সাংকেতিক নাটক। নাট্য কাহিনীতে হাবিব ও ফিরোজার প্রেম ও বিরহের মধ্যে স্বপ্নলোক ও বেহেশতের যোগাযোগ পথের প্রতীক বা সংকেতের মধ্যে দিয়ে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। হাবিবের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> "স্বর্গলোকে-শুধু দুটি নরনারী-তুমি আর আমি-অনন্তকাল ধরে মুখোমুখি বসে আছি। তাদের চোখে পলক নেই। বুঝি পলক পড়লেই বিশ্ব কেঁদে উঠবে। হারিয়ে যাবে সুন্দর এ স্বর্গ-লোক। হারিয়ে যাব আমি আর তুমি।"

বাঙালি সমাজের প্রেমে প্রতিবন্ধকতা ও মানসিক সংকটকেও স্মরণ করায়। এছাড়াও চিরন্তন বিচ্ছেদাকাতর প্রেমিক এবং প্রেমিকার প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"যারা বেহেশতে এসেছে তারা কই? শিঁরী, লায়লী, জুলেখা? আর ফরহাদ, মজনু, ইউসুফ?"

ফিরোজার পিতা মির্জা সাহেবের অবরোধ মানসিকতা এবং সংকীর্ণতা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র উদঘাটন করে। তিনি তার পত্নী হালিমার গান গাওয়াকে প্রথম জীবনে পছন্দ করলেও পরবর্তী জীবনে আর পছন্দ করছে না। হালিমা যখন বলে - "গ্রাজুয়েট গোঁড়ামিতে কাঠ-মোল্লাকেও হার মানায়!" তখন মির্জা সাহেবের বক্তব্যটি খুবই চমকপ্রদ –

"শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানাকে তুমি গোঁড়ামি মনে কর, এ অভিযোগ ত বহুবার শুনেছি।"

নজরুলের মতো সমাজদ্রষ্টা নাট্যকার মুসলিম সমাজের গোঁড়ামী এবং অন্তসার শূন্যতা ধর্মনিরপেক্ষ মন নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সেতুবন্ধ' রূপক সাংকেতিক নাটকা। এই নাটিকার প্রথমে নাম ছিল 'সারা ব্রিজ'। এই নাটিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের বিষয়বস্তুর সমধর্মিতা লক্ষণীয়। নজরুলের নাটকে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার সম্পর্কে মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেছেন –

"রূপক প্রতীক ব্যবহারে নজরুল স্বতন্ত্রের অধিকারী।"[২]

এই নাটকের সূচনায় মেঘের মৃদঙ্গবাদন এবং নৃত্যের আভাস বিশেষ বার্তা বহন করে।

"গরজে গম্ভীর গগনে কমু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।।
সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গনে।
আকাশে শূল-হানি'
শোনাও নব-বাণী
তরাসে কাপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু।"

এই নাটকের পাত্র পাত্রীর নামগুলি হল— লোহা, যন্ত্র, ইট, পাথর, কাঠ, যন্ত্রপাতি, সেতু, মেঘ, বৃষ্টিধারা, তরঙ্গ, পদ্মা, জলদেবী, মীনকুমারী, ঝড়, বজ্রশিখা এবং বন্যা। পদ্মার বুকে সারা ব্রিজ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী ধারা গড়ে উঠেছে। এই নাটিকায় নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক জড়শক্তির সঙ্গে মনুষ্য নির্মিত যন্ত্রশক্তির সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। মানুষ তার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং কর্মকুশলতায় পদ্মার বুকে সেতু নির্মাণ করেছিল কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির তাণ্ডবে বার বার ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ তার আবিষ্কৃত যন্ত্রশক্তি দ্বারা বারবার পরাজিত করেছে।

কিন্তু এই নাটিকায় দৈবশক্তির হাতে যন্ত্রশক্তির পরাজয় ঘটেছে। মেঘ বলেছে দেব দানবের যুদ্ধ চিরন্তন। মায়াবি দৈত্যের দল হাজার রুপে হাজার বছর ধরে বারবার সর্গ রাজ্য আক্রমণ করেছে আর আমরা প্রতিহত করেছি। তার উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক—

> "কোন ছিদ্র দিয়ে যে স্বর্গপুরী প্রবেশ করবে-তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের রুপার কাঠির ছোঁয়ায় কত রূপের পুরী পাষাণ-পুরী হয়ে উঠল। ও কাঠি যাকে ছোঁবে, সেই হয়ে যাবে জড়। ও-রুপার কাঠি জাদু জানে! ওরা যদি তাই দিয়ে একবার এ-স্বর্গ ছুঁতে পারে, তাহলে এর সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্তে পাষান হয়ে যাবে, এর পারিজাতমালা শুকিয়ে উঠবে!"

এখানে স্বর্গরাজ্য, দানব, মায়াবী বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপশাসনের দিকে নাট্যকার নজরুল ইঙ্গিত করেছেন।

'ভূতের ভয়' নটিকায় নাট্যকার দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লবের উদ্বোধন চেয়েছেন এক অশরীরী মিথের আবির্ভাব কল্পনায়। নাটকের সূচনায় গানটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"জাগো জাগো দেব-লোক।
এল স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুঃখ-শোক।।
সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে ঐ
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থৈথৈ,
জাগো সুর-ধীর-দেব-বালা মাভৈঃ মাভৈঃ
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক।।
ওরা আনিয়াছে পাতালের ভীতি মারিভয়,
মোরা ভয়ে শুধু পরাজিত শক্তিতে নয়।
ওঠ ওঠ বীর উন্নত-শির দুর্জয়,"

নাটকটিতে স্বর্গরাজ্য এবং প্রেতের দলের মধ্য দিয়ে নজরুলের স্বদেশ প্রেমের গভীর আকুতি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে পিশাচ প্রেতের দল বলতে ব্রিটিশ শাসকদের বুঝিয়েছেন। আর স্বর্গ হল ভরতবর্ষ। এছাড়া বিপ্লব কুমারের যে স্বাধীনতা স্পৃহা তা গভীর তাৎপর্যবাহী। সে বলেছেন—
"আমি স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই জানিনে।"

পরাধীন দেশের মুক্তি কামনায় নজরুলের বিপ্লবী মানসিকতা বিপ্লব কুমার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে।

'শিল্পী' একটি রূপক নাটিকা। তিনটি অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত নাটিকার চরিত্রগুলি হল সিরাজ ও লায়লি এবং চিত্রা। সিরাজ একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। লায়লি তার প্রিয়তমা পত্নী এবং তার শিল্পী মানসলোকের অনুপ্রেরণা দাত্রী। এই নাটিকায় একদিকে সিরাজ পত্নীর সাংসারিক ও জাগতিক চাহিদা অপরদিকে শিল্পী সিরাজের অসীম কল্পনার জগত ধরা পড়েছে। সিরাজের উক্তি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে—

> "শয্যাপার্শ্বে বাহুর বন্ধনে যাকে ধরতে পারিনি, তাকে ধরব ধেয়ানের গোপন-লোকে। আমার তুলির রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমায় দান করব চির-বৈচিত্র্য, চির-নবীনতা, চির-যৌবন। মরলোকের বধু আমার হবে অমর লোকের অপ্সরী। আমার গৃহ-লক্ষ্মী হবে নিখিল-শিল্পীর বিশ্বলক্ষ্মী!"

সিরাজের শিল্পী সত্ত্বার সঙ্গে আবহমান কালের শিল্পীর অন্তরের মানসলোকের সংযোগ ধরা পড়েছে। যা শাশ্বত ও চিরন্তন।

এছাড়াও শিল্পী পত্নী লায়লির অপ্রাপ্তি ও বেদনা যেন চিরন্তন শিল্পীপ্রেয়সীর অন্তর্বেদনার পরিচয় বহন করে। সে হতে চায় আদর্শ বধু এবং পুত্র কন্যার জননী। স্বামীকে নিয়েই তার যত স্বপ্ন ও প্রেমের রাজ্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পী সিরাজের সঙ্গে তার চাহিদার কোন সামঞ্জস্য নেই। ফলে সংঘটিত হয়েছে বিরোধ এবং দূরত্ব। তাই সে বলেছে—

> "আমি চাইনে অত গৌরব, অত মহিমা! তুমি আমায় বাঁচিয়ে তোল। আমি বাঁচতে চাই। তোমায় পেতে চাই। মরতেই যদি হয়, এত দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে মরতে চাইনে। আমি মরতে চাই স্বামীর কোলে, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে। যেতে চাই বাড়ি-ভরা ক্রন্দনে তৃপ্তি নিয়ে এমন করে মাঠের মাঝে শূন্য ঘরে এক পাষাণের পায়ের তলে পড়ে মরবার আমার সাধ নেই।"

আবার চিত্রকর সিরাজের শিল্পী মানসের আনন্দময় অনুপ্রেরণা দাত্রী প্রতিমা হল চিত্রা। সিরাজ লায়লিকে ছেড়ে চিত্রার কাছে তার শিল্পী জীবনের সার্থকতা অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু চিত্রা পরিপূর্ণ করে সিরাজকে তার নিজের বাহুডোরে বাঁধতে চেয়েছে এবং সুখী দাম্পত্য জীবন ও ঘর কন্নার মধ্যে সার্থকতা পেতে চেয়েছে। সিরাজ যখন বলে—

> "তুমি যে আমার সুন্দরের প্রতীক। আমার শিল্পী-লক্ষ্মী, ধেয়ান-প্রতিমা তুমি।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিত্রা তখন তাকে বলেছে - "তুমি পাষাণ এ্যাপোলো" অর্থাৎ চিত্রাও সিরাজকে বাস্তবের ধূলি-ধূসরিত প্রেমিক পুরুষ এবং শিল্পী রূপে শুধু দেখেনি তাকে প্রকৃত জীবন সঙ্গিনী রূপে পেতে চেয়েছে। কিন্তু সিরাজ প্রকৃত বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছে এবং সে অলীক কল্পরাজ্যের বাসিন্দা। শিল্পী সিরাজ চরিত্র সম্পর্কে ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের বক্তব্য স্মরণীয়—

> "দুঃখবেদনানিরপেক্ষ শুদ্ধ সৌন্দর্যাশ্রয়ী কোনো প্রকৃত শিল্প হতে পারে না। পৃথিবীর মানুষের দুঃখবেদনাকে অনুভব করলেই যথার্থ শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর। এই নাটিকায় নজরুলের জীবনতত্ত্ব আভাসিত হওয়ায় এর কতকটা মূল্য আছে।"[৩]

'আলেয়া' একটি গীতিনাট্য। প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল 'মরুতৃষা'। কল্লোল পত্রিকার সাহিত্যসংবাদ বিভাগে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় নাটকটির সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

> "নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথম তার নাম দিয়েছিলেন মরুতৃষা। সম্প্রতি তার নাম বদলে আলেয়া নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্যখানি সম্ভবত মনমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ত্রিশখানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশাকরি ও অপেরাখানি জনসাধারণের মনোহরন করবে।"[৪]

'আলেয়া' মনমোহনের পরিবর্তে নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৩১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। 'আলেয়া' একটা রূপক সাংকেতিক গীতিনাট্য। এই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন—

> "এই ধূলির ধরায় প্রেম-ভালোবাসা আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃক্ষী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী-চিরকালের নর-নারীর প্রতীক-এই আগুনে দগ্ধ হল, তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।"

চির তৃষাতুর নর-নারীর প্রেম ঘটিত সমাজ সমস্যার এক বাস্তব চিত্রায়ন এই নাটকটিতে পরিলক্ষিত হয়। নারীর কুহেলিকা আচ্ছন্ন হৃদয়ের ভালোবাসার গভীরতা নির্ণয় করা কঠিন কারণ তারা মুখে এক হৃদয়ে আর এক কথা বলে। সে যেন আলেয়ার আলো। নজরুল তাকে বাস্তবের মাটিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ আলেয়াকে নিয়ে মানুষের যে এক অলৌকিক মিথের জগত ছিল, নজরুল তাকে নবরূপায়ণ ঘটালেন সমাজ ও রাজনীতি, চরিত্রচিত্রণ, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও মিথের ব্যবহারে। কৃষ্ণার মিনকেতুর প্রতি অনুরাগ কে উদ্দেশ্য করে কাকলি যখন বলে—

"আলেয়ার পিছনে ঘুরে মরছ? হৃদয় দলে চলাই যার ধর্ম,"

মিনকেতুর নারী লিপ্সু মানসিকতা এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন এবং বীরত্ব মণ্ডিত আখ্যান হিসেবে রানী জয়ন্তী এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণার বীরত্ব অনস্বীকার্য। কৃষ্ণ চরিত্রটি নাট্যকারের অনবদ্য সৃষ্টি। কৃষ্ণার মত নারীকে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করা এবং পুরুষের সমকক্ষ রূপে রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের প্রগতিশীল মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সে তার নিজের প্রেম প্রকাশে যেমন বিনয়ী তেমনি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্না নারী, নীতি জ্ঞান ও পদের সম্মান রক্ষায় ব্যস্ত। কিন্তু তার চরিত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি।

জয়ন্তীর ক্ষমতালোভী মানসিকতা এবং তার প্রবৃত্তির আদিম বাসনার প্রতীক রূপে অঙ্কন করা হয়েছে উগ্রাদিত্যকে। আবার উগ্রাদিত্য রাজ্যের সেনাপতিও। জয়ন্তীকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়ার জন্য উগ্রাদীত্য ও মিনকেতুর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। এবং উগ্রাদীত্য পরাজিত ও নিহত হয়েছে মীমকেতুর কাছে। উগ্রাদীত্যের মৃত্যুর পর জয়ন্তীর সমস্ত মোহের অবসান হয়েছে। সে জয়ী রাজ্য ও রাজা মিনকেতুকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে বলেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এই মুহূর্তেই রিক্তা নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না, তাই বন্ধু বিদায়! যদি আমার মনে আবার সেই খুধা জাগে যদি ওই উগ্রাদিত্য প্রাণ পায় কল্যাণীয় সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে, তবে আমি আবার আসবো।"

এখানেই নাটকের সমাপ্তি। বাংলা সাহিত্যে জয়ন্তীর মত শৌর্য-বীর্যশালিনী নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ তেমন দেখা যায় না। জয়ন্তী চরিত্র সম্পর্কে মিরাতুন নাহার বলেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যে এমন বীর্যবতী প্রেমিকা নারী-চরিত্রের দেখা সহজে মেলে না।"[৫]

শেষপর্যন্ত রমণী হৃদয়ের কামনা-বাসনার সঙ্গে পুরুষের কামনা-বাসনার কোন মিল হয়নি এই মায়া মরীচিকা চিরদিন অপ্রাপ্তির কারাগারে বন্দি থাকবে। এছাড়াও 'আলেয়া' নাটকের সংগীত সৃষ্টি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই নাটকের সংগীত সৃষ্টিতে নজরুলের কৃতিত্ব অতুলনীয়। নাটকের সফল সংগীত সংযোজনায় নজরুলের জুড়ি মেলা ভার। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন প্রকৃতির চিত্রায়নেও নজরুলের স্বতন্ত্র্য অনস্বীকার্য।

'মধুমালা' একটি রূপকধর্মী গীতিনাট্য। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। প্রথম অভিনীত হয় নাট্য ভারতী রঙ্গমঞ্চে ১৯ শে অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। এই গীতিনাট্যের নায়ক ও নায়িকার নাম যথাক্রমে মদনকুমার ও মধুমালা। মধুমালা মদনকুমারের নামে পালার সন্ধান পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গে। এই পালার প্রভাব নজরুল রচিত নাটকে দেখা যায়। মদনকুমার প্রাগজ্যোতিষপুর গারো পাহাড়ের সন্নিকটবর্তী কাঞ্চননগরের রাজা দণ্ডধরের পুত্র। সমুদ্র পরিবেষ্টিত সন্দ্বীপের রাজা তাম্বুলের কন্যা হল মধুমালা। ঘুমপরী ও স্বপনপরীর সহযোগে নিদ্রাভঙ্গের পরে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে একে অপরের থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মদনকুমার মধুমালার উদ্দেশ্যে সপ্ত মধুকর ডিঙ্গা নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করলে জাহাজ ডুবি হয় এবং কোন ক্রমে প্রাণে বাঁচে মগধের রাজার সাহায্যে। মাগধের রাজা তার কুদর্শন পুত্র বিচিত্র কুমারের সাজে মদনকুমারকে সাজিয়ে কাঞ্চনমালার সঙ্গে মদনকুমারের বিয়ে দেয়। মদনকুমার বাসর ঘরে নববধূকে রেখে চলে যায়। এই খবরে কাঞ্চনমালা যোগিনীর ছদ্মবেশে মদনকুমারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মধুমালা যখন জানতে পারে কাঞ্চনমালার সঙ্গে মদনকুমারের বিবাহ হয়েছে। তখন মদনকুমারকে কাঞ্চনমালার হাতে তুলে দিয়ে সে সমুদ্র গর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। মধুমালার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে নজরুল শাশ্বত প্রণয় সমস্যার সমাধান করেছেন। মধুমালার এই বিয়োগান্তক পরিণতির দ্বারা কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

'মধুমালা' রূপকনাট্যে মধুমালা, মদনকুমার ও কাঞ্চনমালার মধ্যে ত্রিভুজ প্রেমের মধ্যে দিয়ে এই সমাজের নরনারীর প্রেম-ভালোবাসার চিত্র ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক সংকট তুলে ধরা হয়েছে। এবং স্বপনপরী ও ঘুমপরীর মধ্য দিয়ে মিথের এক নতুন জগৎ রচিত হয়েছে। এই নাটকটি সম্পর্কে মধুমালার পরিচালক শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "অপূর্ব লেখা--যেমন তার ভাষা তেমনি গানের কথা। ভারি লোভ হল নাটকটি প্রযোজনা করার। গদাধর মল্লিক মহাশয়ের কাছে সোজাসুজি থিয়েটারে গিয়ে প্রস্তাব করলুম কাজী নজরুল ইসলামের গীতি-নাট্যটি আপনি করুন।"[৬]

'মধুমালা' নাটকের কাহিনী অলৌকিকতার মোড়কে আবৃত থাকলেও বাস্তবতার হানি ঘটেছে একথা সর্বাংশে সত্য নয়। বাংলা লোকনাট্যের ধারায় এবং রূপকথা কেন্দ্রিক নাটক রূপে শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই এবং গীতিনাট্য রূপেও। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের লেখা থেকে জানা যায় গদাধর মল্লিক আক্ষেপ করে বলেছেন—

> "দুঃখের কথা বাংলাদেশের দর্শক এখনও এই সব গীতিনাট্য দেখার মেজাজ পায়নি— ইউরোপে এরকম বই হলে লোকে তাঁকে মাথায় করে রাখত।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভীষণ আশ্চর্য লাগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচনাগণ এবং নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক একজন নাট্যকার হিসেবে যার সম্পর্কে সামান্য আলোচনাও নেই সেখানে একজন থিয়েটার মালিকের মূল্যবান বক্তব্য আমাদেরকে ভাবায় এবং বিস্মিত করে।

'পুতুলের বিয়ে' নামে রেকর্ড নাটিকাটিতে বালিকাদের পুতুল খেলার বিষয় অবলম্বনে চিরন্তন সমাজ সমস্যার চিত্র অঙ্কন করেছেন। আবহমানকাল গ্রামবাংলার শাশ্বত সত্য নারীদের বিবাহ চিন্তা ও সংসার ধর্মই এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। অপর একটি দিক হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও ঘৃণার দিকটি তুলে ধরেছেন। খেঁদি ও কমলি নামক দুটি বালিকার কথনের মধ্য দিয়ে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। খেঁদি কমলিকে বলেছে মুসলমান পুতুলের সঙ্গে তোর পুতুলের বিয়ে হবে কি করে। এটা কোন মতেই সম্ভব নয়। তার প্রত্যুত্তরে কমলির বক্তব্য বিশষ তাৎপর্যবাহী—

> "হিন্দু-মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা।"

হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথা বর্ণনা নজরুলের মত নাট্যকারে দ্বারাই সম্ভব অন্য কোন নাট্যকারের নাটকে এমনভাবে প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করা হয়নি। আরো চমৎকার লাগে কমলির কণ্ঠে উচ্চারিত গানটি—

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান?
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফেলে এক সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান।।"

ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করেছেন নজরুল বালিকাদের পুতুল খেলার মধ্য দিয়ে। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের কাছে একটি পুতুলেরই মতো। স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিংসা যেমন মুহূর্তে বদলে যায়, আবার নতুন রূপ ধারণ করে তা পুতুল খেলার রূপক যথার্থই বটে। এই পুতুল খেলা লোকক্রীড়া কেন্দ্রিক লোকসংস্কারের অন্তর্গত।

'পন্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' নাটিকাটি নজরুল মোহাম্মদ লোক হাসান ছদ্মনামে 'ছায়াবীথি' পত্রিকায় ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশ করেন। শ্রুতি নাটক রূপে রেকর্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে। নতুন সংলাপ এবং 'ওহে রসিক রসাল' নামে একটি গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই রেকর্ড নাটকে একজন লোভী ও ভোজন রসিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং জমিদারের বাঘ শিকারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জমিদার ললিতের সঙ্গে জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে গিয়ে পণ্ডিত মহাশয় লোভ এবং ভয়ে যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে সেই হাস্যকর আবহ নাট্যকার কৌশলে তুলে ধরেছেন। বাঘ ছাগলের উপর লাফিয়ে পড়লে এবং ললিতের বন্দুকের গুলির প্রচন্ড শব্দ হয় আর পন্ডিত মাচান থেকে লাফ দিয়ে পড়ে পাঁঠার গলা জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। অনেক কষ্টে পন্ডিতের জ্ঞান ফিরে এলো। তারপর পন্ডিতের বক্তব্য চমকপ্রদ—

> "অ-ললিত, বাঘ চলে গেল? বাঘে আমায় খাইয়া ফ্যালায় নি ত? আর, পাইছি-পাইছি, শ্রীমান বোকেন্দ্র-নন্দনেরে পাইছি। বাঘ নিয়ে যাতি পারে নি-দ্যাখলে ললিত, আমার ভয়ে বাঘ ত বাঘ, কাবুলি বাঘও ছুটি পলাইল। এখন কও দি, পাঁঠাটা কার?"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিরকাল ধরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাগযজ্ঞে পশুবলী, গোদান, ছাগদান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে অপরের পশু আত্মসাৎ করে এসেছে। সুতরাং পাঁঠার মাংসের প্রতি এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের চিরকালই লোভ-লালসা আছে। ধর্মের ধ্বজাধারী পন্ডিতের মুখোশের আড়ালে তার লোভাতুর মানসিকতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন হাস্যরসও সৃষ্টি হয়েছে।

'বনের বেদে' নাটকটি নজরুলের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বাস্তুহারা ছন্নছাড়া একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অসহায় জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। নাটকটি মেগাফোন কোম্পানি থেকে রেকর্ড নাট্যরূপে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 'বনের বেদে' রেকর্ড নাটকটি ছয়টি খন্ডে বিধৃত হয়। চারটি প্রধান চরিত্রের সমন্বয়ে, গদ্য সংলাপের আঙ্গিকে সাতটি গানের সংযোজনের মাধ্যমে নাটকটি রচিত হয়েছে।

নাট্যকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঝুমরো ভালোবেসেছে বেদে গোষ্ঠীর মেয়ে মৌরিকে। ঝুমরোর দলের সরদারের সঙ্গে মৌরীর পিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। সে কারণে সরদার ঝুমরো এবং মৌরীর প্রণয় এবং মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এবং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে উভয়ের প্রেমের মিলন বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের যাযাবর গোষ্ঠীর জীবনকাহিনী ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তুলে ধরেছেন প্রেমজনিত বিচ্ছেদ ও বেদনার আবহে। নাটকের গানগুলি যেমন অনবদ্য সৃষ্টি তেমনি হৃদয়গ্রাহীও বটে। নাটকে ঝুমরো ও মৌরির বিয়োগান্তক প্রণয় আখ্যানের মধ্যে দিয়ে আবহমানকালের প্রেমিক ও প্রেমিকার বিচ্ছেদের প্রতিফলন ঘটেছে। সরদার এই সমাজের এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী নিষ্ঠুর প্রতিবন্ধকতার প্রতীক হিসেবে অঙ্কিত।

'ঈদ' নাটিকাটি নজরুলের স্বতন্ত্র রচনা। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের দীর্ঘ এক মাস উপবাস পালনের পর খুশির আনন্দের উৎসব হল ঈদ। 'ঈদ' রেকর্ড নাটক রূপে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর। এই নাটিকায় স্বয়ং অংশ নেন কাজী নজরুল ইসলাম।

এই নাটিকার কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মাহতাব। তার মুখ দিয়ে আল্লাহ, রোজা, ঈদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং শান্তির বার্তা উচ্চারিত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে ইসলামিক ধর্মীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই চরিত্রের অন্তরালে নজরুলের সাক্ষাত মেলে। ঈদ উদযাপনের মধ্য দিয়ে সকল মানুষ ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

'জাগো সুন্দর চিরকিশোর' নাটকে নজরুল স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে বাস্তবের আনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নাটকে উল্লেখিত চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েক জন ছাদে খেলতে গিয়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে। তারা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে জগতের কঠিন বাধা বিপত্তি এড়িয়ে জয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। যুবকদের এই ঘুমিয়ে থাকা আসলে নজরুল আমাদের যুব সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কারণ তারাও ঘুমিয়ে আকাশ কুসুম কল্পনা করে এবং স্বপ্নের জাল বুনন করে। কিন্তু বাস্তবের কঠোর সংঘাতে ও পরিশ্রমে তারা অলস জীবন যাপন করে। এই নাটকে নজরুলের বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং শিশুর স্বপ্নের কল্পনার জগৎ অনবদ্য ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই নাটক সম্পর্কে একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে-

> "নাটকের প্রতিপাদ্য সুন্দরের জয়গান ও তার প্রতিষ্ঠা। বাস্তব আর কল্পনার দ্বন্দ্বে সুন্দরের সঙ্গে যে বাস্তবের বিরোধী নেই-এ কথাই নাটকে পরিবেশন করতে চান কবি।"[৮]

'বিদ্যাপতি' নজরুলের অন্যতম নাট্য সৃষ্টি। শ্রুতি নাটক, দৃশ্য নাটক এবং চলচ্চিত্র রুপে বিদ্যাপতি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির জীবন কেন্দ্রিক নাটক এটি। মিথিলার রাজা শিবসিংহের রাজসভাকবি এবং বন্ধু বিদ্যাপতি, একাধারে কবি এবং দুর্গা মন্দিরের পুরোহিতও বটে। বিষ্ণুর উপাসিকা অনুরাধা যেমন তার প্রতি আসক্ত এবং তাকে নিজের করে পেতে চায়। অপরদিকে রানী লছমী বিদ্যাপতির প্রতি গভীর অনুরাগে ও প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছে। এই ত্রিভুজ প্রেমের আবহে চিরকালীন নরনারীর প্রেম ও সংকট বর্ণিত হয়েছে।

'দেবীস্তুতি' কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারি সম্প্রচারিত হয়। এটি গদ্য রীতির আঙ্গিকে রচিত এবং বহুল গীতি সমৃদ্ধ নাটিকা। বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারের সময়কালীন 'দেবীস্তুতি' গীতি নাটিকাটি উপস্থাপন নৈপুণ্যে নাটকীয়তা অর্জন করেছিল কিন্তু প্রকৃতি বিচারে এটি যথার্থ নাটক নয় বরং বেতার নাটকই বলা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'শ্রীমন্ত' নাটকের আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের বনিক খণ্ডের ধনপতি সওদাগর, খুলনা ও লহনার কাহিনী থেকে। শ্রীমন্ত তার পিতাকে উদ্ধারের জন্য সমুদ্র যাত্রা করেছে। অবশেষে পিতা পুত্রের মিলনের মধ্যে দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। রূপকথা ভিত্তিক প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য অভিযান মূলক নাটক এটি। ধনপতি চরিত্রের মধ্যে নিয়ে বাঙালির ব্যবসায়িক বৃত্তি এবং সমুদ্রযাত্রার দুঃসাহসিক অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়।

'জুজুবুড়ির ভয়' একটি শ্রুতি নাটক। এই নাটকের চরিত্র গুলি হল মা, ন্যাড়া, হেবো, পুটু ও খুকি। শিশুদের দূরান্তপনা ও চঞ্চলতা দমনের লক্ষ্যে মা তাদেরকে জুজু বুড়ির ভয় দেখায়। শিশুরা তখন মায়ের ছত্রছায়ায় শান্ত হয়ে থাকে। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য একটি ছড়া আছে সেটি হল—

"ঘুম আয় ঘুম। ঘুম আয় ঘুম।
নিশুতি দুপুর, নিশীথ নিঝুম।
ঘুম আয় ঘুম। ঘুম আয় ঘুম।"

এই গীতিটি লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত।

লোকক্রীড়া কেন্দ্রিক কয়েকটি নাট্য রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ছিনিমিনি খেলা' এবং 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' উল্লেখযোগ্য। এগুলি মূলত শিশুতোষ মূলক একাঙ্কিকা। 'ছিনিমিনি খেলা'য় রয়েছে ন্যাড়া, গুয়ে ও পুঁটো নামক তিনটি চরিত্র এবং একটি কোলা ব্যাঙ। ছেলের দল পুকুরে ঢিল ছুড়ে ছিনিমিনি খেলা করছিল। পুকুরের কোলা ব্যাঙ প্রাণভয়ে চিৎকার করে তখন তারা আনন্দ করে। 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' নাটকটির মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার শিশুদের খেলার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

'কালোয়াতী কসরত' একটি হাস্যরসাত্মক নাটক। নাট্যকাহিনীতে দেখা যায় গাব্বুসের বাপ এবং পতিতুণ্ডী দুজনেই এক নিশিতে ওস্তাদের কালোয়াতি গান শুনতে যায়। গান শুনে গাব্বুসের বাপ কেঁদে ওঠে এবং বলে— "ওস্তাদজীর দাড়ি দেইখ্যা আমার পাঁঠাটার কথা মনে পইড়া গেছে গো," পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষার শব্দ প্রয়োগ ও সংলাপের দ্বারা সৃষ্ট হাস্যরস উপভোগ্য হয়েছে।

এছাড়াও 'বিজয়া' রূপক গীতিনাট্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাটির দেব-দেবীর প্রতি গভীর নিষ্ঠা দেখা যায় অথচ আর্ত পীড়িত অসহায়-নিরন্ন মানুষের প্রতি মানুষের কোন শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসা নেই। নাট্যকার আড়ম্বরসর্বস্ব লোক মনোরঞ্জনমূলক পূজা অর্চনার পরিবর্তে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের দাবি জানিয়েছেন। নাট্যকার মানবতাবাদেরই জয় ঘোষণা করেছেন।

সামগ্রিক আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কাব্য, গান, উপন্যাস ও ছোটগল্পের ন্যায় নাটক রচনার ক্ষেত্রেও নজরুলের স্বতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে মো: সাইফুল ইসলাম নজরুলের নাটক সম্পর্কে বলেছেন–

> "নজরুল বাংলা নাট্যজগতকে অন্তহীন প্রাকরণিক বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ করেছেন বৈচিত্র্যময় ও নতুন প্রতীকরূপক চিন্তায় নাটক উপহার দিয়ে। বহুবিচিত্র পটভূমি, কাব্যিক ও গীতল ভাষা, নতুন সংগীত বাণীতে নজরুলের নাট্য জগতে প্রত্যাশিত শিল্পাঙ্গিকে সার্থকতায় মণ্ডিত।"[৯]

তাঁর সমকালীন নাট্যভুবনে পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকের প্রভাবকে অস্বীকার করে হাজার বছরের দেশীয় নাট্যরীতির অনুসরণে নাটক রচনা করেছেন। চিরাচরিত বাংলা নাটকের রীতি ও কৌশল, সুর ও স্বরকে আশ্রয় করে নিজস্ব নাট্যজগৎ নির্মাণ করেছেন। দীর্ঘ হাজার বছরের নাটকের প্রাণ সঙ্গীতকে অবলম্বন করে গীতিবহুল ও কাব্যধর্মী নাটক রচনায় মনোযোগী হন। সুতরাং নজরুলের নাটকের বিচার করতে হলে শাশ্বতকালের বাংলা নাট্য আঙ্গিকের ধারায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করতে হবে।

Reference:

১. হায়াৎ, অনুপম, নজরুলের নাটক বিষয়, আঙ্গিক ও বৈচিত্র, সমাচার ৩৭ পি কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ ২০১৩, পৃ. ১২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 233 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. ইসলাম, মোঃ সাইফুল, নজরুলের নাটক বিষয় ও আঙ্গিক, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৮, পৃ. ২৪
৩. গুপ্ত, ডঃ সুশীল কুমার, নজরুল-চরিত মানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুর্নমুদ্রণ অক্টোবর ২০২০, পৃ. ২৮৩
৪. ঘোষ, ড. জগন্নাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিশার্স, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬৬
৫. নাহার, মিরাতুন, নব সৃষ্টির মহানন্দে নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, বর্ণপরিচয় ভবন, কলকাতা-৭, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৩৪
৬. শেখ, কামালউদ্দিন, রবীন্দ্র চর্চা-সম্পাদক মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬ এ বি. টি. রোড, কলকাতা-৫০, মে ২০১২, পৃ. ১৭৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৮. খান, ড. লায়েক আলি, নজরুল প্রতিভা, অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স, কলকাতা ৬৮, ৩০ শে নভেম্বর, ২০২৪, পৃ. ১২৪
৯. ইসলাম, মোঃ সাইফুল, নজরুলের নাটক বিষয় ও আঙ্গিক, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৮, পৃ. ২৫

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

ইসলাম, কাজী নজরুল : কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (তৃতীয় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০২০, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫
ইসলাম, কাজী নজরুল : কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (চতুর্থ খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০২০, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬
ইসলাম, কাজী নজরুল : কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (পঞ্চম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০২০, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭৫
ইসলাম, কাজী নজরুল : কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (ষষ্ঠ খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০২০, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৫
ইসলাম, কাজী নজরুল : নজরুলের নাট্য সমগ্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ, ঢাকা ১২০৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ :

আহমদ, মুজাফ্ফর : কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০
খান্, আজহারউদ্দিন : বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স ১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, অষ্টম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৬
বসু, অরুণকুমার : নজরুল জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়েটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ডিসেম্বর, ২০১৬